International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

CERTIFICATE NO : ICRESTMH/2024/C0824806

ভাষার আলোকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা

Prasanta Das, Dr. Madhusudhan Adhikary

Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

ভূমিকা

শিল্পী হোক বা সাহিত্যিক সকলেই কমবেশী মৌল স্বভাবে কবি সত্ত্বার অধিকারী। তাঁদের অন্ত মানসের বিশেষ দিকটির প্রকাশ ঘটে নারী কেন্দ্রীক বিষয়ে সূক্ষ্মতর ভাবনায়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যেও নারীরাপ বর্ণনায় শিল্পশক্তি ভাষার মাধ্যমে নারী চরিত্রকে দ্যুতিময় করে তোলে। শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী সাহিত্যে নারীর রূপ বর্ণনার সৌন্দর্যের উপর নারীর মূল্য নির্ধারিত হত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নারীর রূপের থেকে নারীর ব্যক্তিত্বকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। নারীর রুচি, আচরণ, বুদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় তাদের ব্যক্তিত্বের, উপর নির্ভর করে সাহিত্য নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু

ছোট ছোট বাক্যাংশে চলিত গদ্যে সাদামাটা বর্ণনার অন্তরালে বিমলার রূপ আঁকা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা নারীকে বিচিত্রময়ী হিসাবে পেয়েছি বারবার। শুধুমাত্র নারীর রূপ বর্ণনার জন্য বর্ণনাতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর উপন্যাসে নারীরা চারপাশের বাস্তব পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে যারা কমবেশী জীবনের সমস্যার জালেও প্রবৃত্তির টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। তিনি নারীর বাহ্যিক রূপের চেয়ে অন্তরের বর্ণনার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দিতেন। শরৎ সাহিত্যের নারীরা নবযৌবন উজ্জ্বল কিংবা কামনা বিহ্বল চঞ্চলতা নয়। ভাষা শিল্পে অলংকারিক বর্ণনায় তার সাহিত্যের নারী বিশেষ গুণ পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের নারী রূপ বর্ণনা নিয়ে সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর জীবন শিল্পী গ্রন্থটিতে লিখেছেন- "রূপ বর্ণনার জন্য কোন আয়োজন নেই। কোন আড়ম্বর নেই, ক্রিয়া ও কথার ফাঁকে ফাঁকে তার সংযত তুলির দু একটি আঁচড়ে হয়তো কোন নারী চরিত্রের রূপ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ আলোকের মত ঝলসে ওঠে। সেই বর্ণনা পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে থাকে এবং তা অকারণে আনা হয় না, নিকটবর্তী কোন পুরুষে চরিত্রের মধ্যে বিস্ময় ও চাঞ্চল্য জাগাবার উদ্দেশ্যেই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে তাকে স্থান দেওয়া হয়।"

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'-র দৈহিক রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নেই কিন্তু তার ব্যাক্তিত্বের বর্ণনা আমরা সাধু ভাষায় সাবলীল ভাবে লক্ষ্য করি-"কিন্তু যেদিন হইতে মাধুরী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মতো রূপ, স্নেহ-মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল; সেই দিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে"[৬], এখন সবাই কহে বড়দিদি।" এক্ষেত্রে জটিল ও যৌগিক বাক্যবন্ধের মাধ্যমে ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গার রূপে ও মাধবীর স্নেহময় পূর্ণ কোমল হৃদয়ের কথা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

'বিরাজ বউ" উপন্যাসটিতে পল্লী বধুর এক অপরূপ সৌন্দর্য ভাষাশিল্পী অন্যের দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন -

"মানুষের এত রূপ হয় সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলক দৃষ্টিতে চিত্রাপিতের ন্যায় সেই অতুলনীয় অপরিসীম রূপ রাশি বিভোর হইয়া দেখিতে লাগিল।"

জটিল ও যৌগিক বাক্য সমন্বয়ে বিরাজ বৌ-এর রূপ। 'এত', 'সহসা' ইত্যাদি অব্যয় ব্যক্তি হৃদয়ের অভিব্যাক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া 'পরিণীতা' উপন্যাসটিতে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে ললিতার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে- "ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখ মুখ। এমন হাসি, এত দয়াময়ী পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।"

International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

যৌগিক বাক্যে বটে ক্রিয়া পদের ব্যবহারে এত ‘ও’, ‘এখন’ ইত্যাদি অব্যয় পদযোগে শ্যামলা মেয়ের বাহ্যিক রূপের অন্তরালে স্নিগ্ধ ভালোবাসাময় রূপটি ধরা পড়েছে, ‘পন্ডিত মশাই’ উপন্যাসটির নারী চরিত্র কুসুম-এর রূপ বর্ণনা হয়েছে এভাবে- “এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী-তাহার দেহে রূপ ধরে না।”

সাধু, গদ্য ভাষায়, যৌগিক বাক্যে কুসুমের যৌবন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া এই উপন্যাসে অন্য স্থানে সরল বাক্যে সাধু-গদ্যে কুসুমের রূপ চিত্রিত হয়েছে "তাহার সিক্ত বসনে যৌবনশ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলো চুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল।"

পরবর্তী পল্লীসমাজ-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র রমার দেহ সৌন্দর্যের প্রতি অভিভূত হয়ে রমেশের দৃষ্টিতে ব্যক্ত ভাবনা- “রমেশ মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল, এ কী ভীষন উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিয়া ছিল।”

মুগ্ধ রমেশের উপলব্ধিস্বরূপ ‘উদ্দাম’, ‘যৌবনশ্রী’, ‘আর্দ্রবসন’ ইত্যাদি তৎসম শব্দের পাশাপাশি “বিদীর্ণ করিয়া” সংযোগমূলক ধাতু ও “আসিতে চাহিয়া ছিল”-যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসে জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী চরিত্রের দৈহিক বর্ণনায় কল্যাণময়ী মাতৃমুর্তি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে-

"মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা সমুখেই দুই-এক গাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল"। শরৎচন্দ্রের অপর একটি উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-এর প্রধান নায়িকা চরিত্র রাজলক্ষ্মীরকে শিকার পার্টিতে হঠাৎ শ্রীকান্ত দেখে এভাবে -"বাঈজী সুশ্রী অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।"

রাজলক্ষী চরিত্রের পতিতা পরিচয়ের অন্তরালে এক শুদ্ধ পবিত্রময়ী নারী ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে এভাবে- "গঙ্গার ঘাটে পান্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্ত চন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নতুন রাঙা বেনারসী শাড়ি, পূবের জানালা দিয়া এক টুকরো সোনালী রোদ আসিয়া তাহার মুখের এক ধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে।"

এখানে ‘সলজ্জ’, ‘কৌতুক’, ‘চাপা হাসি’, ‘চঞ্চল’, ‘চোখ’ প্রমুখ সাধু ভাষায় নারীর রূপ ফুটিয়ে তুলতে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র অন্নদা দিদি তার মিতভাষী ভাবদ্যোতক বর্ণনা পেয়েছে এভাবে- "যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এই মাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।"

নারীর শুদ্ধ পবিত্র রূপ প্রকাশার্থে 'ভস্মাচ্ছাদিত', 'বহ্নি', 'তপস্যা' ইত্যাদি শব্দে সরল বাক্যবন্ধে ধ্রুপদী শব্দগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারটি পর্বে পুরুষ চরিত্রগুলির থেকে নারী চরিত্রগুলির স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা গেছে। এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি হল - অভয়া, সুনন্দা, কমললতা, তাদের সাধারণ রূপে ভাষার মাধ্যমে বর্ণনাগুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। শ্রীকান্তর দৃষ্টিতে অভয়া রূপ বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

“সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে। কিন্তু তা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি, কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি ... সিঁথেয় সিন্দুর ডগ ডগ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা- আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙা পেড়ে শাড়ি।"

যৌগিক ও জটিল বাক্য সমন্বয়ে সাধু-গদ্যে স্বচ্ছন্দভাবে চলিত ধন্যাত্মক শব্দ ‘ডগ ডগ’, ‘পরনে’ ‘রাঙা পেড়ে’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে সুনন্দা নারী চরিত্র হিসাবে মলিন অথচ এই মলিনত্বের পেছনে ছিল প্রতিবাদী সত্তা, যার বর্ণনা উপন্যাসে অসাধারণ হয়ে উঠেছে-

"উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই যে আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের সামান্য একটি মেয়ে। বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই- না আছে রূপ, না আছে বস্ত্র অলংকার। এই ভগ্ন গৃহের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর কেবল অভাব অনটনের ছায়া. কিন্তু তবুও সে ওই ছায়া মাত্রই। তার বেশি কিছু নয়,"

International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

উপসংহার

শরৎচন্দ্রের রচনা চেনা পরিচিতি মানব জীবনের বৃত্তের মধ্যেই বিচরণ করেছে। তাদের সুখ-দুঃখ, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, নারীর রূপ বর্ণনা প্রভৃতি অতি সাধারণ বর্ণনার মধ্যে দিয়েও তাদের বিশেষত্বগুলিকে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে মিতভাষণের অসমান্য ব্যঞ্জনা দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

- চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা; বঙ্কিম রচনাবলী; প্রথম খণ্ড, ৩২, এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা - ১, সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশ ১৩৬০; নবম প্রকাশ ১৩৮৭; পৃ. ১২।
- চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ; ৩২, এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা -৯; প্রথম প্রকাশ ১৩৬০; পৃ. ৩৫৪।
- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রহণ বিভাগ; ১৪০২; পৃ.৩৯।
- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে রবীন্দ্র রচনাবলী; (চতুর্থ খণ্ড); ঐ; পৃ. ৪৯৮।
- ঘোষ অজিতকুমার, জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮, পৃ. ৫০।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি, শরৎচন্দ্র সাহিত্য সমগ্র - ১; আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৫ ।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩ ।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরিণীতা, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৭০।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিত মশাই, শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১ ; ঐ, পৃ. ৯৪।
- চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিত মশাই, শরৎসাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০৯।